"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী"

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহঃ

ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত: মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;

খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যাবহার নিশ্চিতকরণ;

গ) অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;

ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;

ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী

জরিপের মাধ্যমে প্রতি উপজেলা হতে ৩০টি দল গঠনের মাধ্যমে অপ্রধান শস্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত দরিদ্র ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী ৭৬৮০টি দল নির্বাচিত করে ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলায় মোট ২৭০০০০ জন উপকারভোগী সদস্যকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠী নির্বাচনের মাপকাঠি নিম্নরুপ:

ক) যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোন চাষযোগ্য জমি নেই, যেমন বর্গাচাষী, কৃষি শ্রমিক ও ভূমিহীন;

খ) এলাকাভেদে যাদের নিজস্ব মালিকানায় ০.১০-০.৫০ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে (বর্গাচাষী/ দরিদ্র কৃষক);

গ) যাদের নিজস্ব মালিকানায় ০.৫১-১.২০ একর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি রয়েছে (ক্ষুদ্র চাষী);

ঘ) যাদের নিজস্ব মালিকানায় ১.২১-২.০০ একর পর্যন্ত জমি রয়েছে (প্রান্তিক কৃষক) এবং

ঙ) যে সকল কৃষক অপ্রধান শস্য চাষে আগ্রহী, যাদের বাড়ির আশেপাশে/আঙ্গীনায়/রান্নাঘরের পার্শ্বে চাষযোগ্য পতিত জমি রয়েছে, অপ্রধান শস্য বাজারজাতকরণের সহিত সম্পৃক্ত এবং সাংগঠনিক কাজে আগ্রহী, এছাড়া প্রয়োজনীয় উপকরণ (জমি, সেচ ব্যাবস্থা, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) সহ সহায়ক উপাদান আছে, তাদেরকেও উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলী

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যাবলী/উপাদানসমূহ নিম্নরুপ:

১. অপ্রধান শস্য চাষের জন্য প্রকৃত স্থান নির্বাচন:
২. ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের সমন্বয়ে দল গঠন;
৩. ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন;
৪. সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;
৫. যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ও তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান সরবরাহ;
৬. অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান;
৭. প্রশিক্ষনোত্তর ঋণ কর্মসূচি;
৮. উন্নত ও গুনগতমানের বীজ সরবরাহ;
৯. প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং
১০. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্ম সম্পাদন করা।